কুষ্টিয়ায় লক্ষ্যমাত্রার অধিক পাটচাষ

গেলো বছর পাটের দাম ভালো পাওয়ায় এবারও কুষ্টিয়ার কৃষকরা পাট চাষের দিকে ঝুঁকেছে।

লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি জমিতে পাটের চাষ করেছে বলে জানিয়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদগ্তর।

তবে কৃষকরা জানান, ‘কয়েক বছর আগেও পাটের দাম ভালো না পাওয়ায় অনেক চাষী পাট চাষ ছেড়েই দিয়েছিল। গত দুই/তিন বছর ধরে পাটের দাম ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে একই সাথে দেশে ও বিদেশে পাটের চাহিদা বাড়ার কারণে চাষীও ভালো দাম পাচ্ছে। এভাবে দাম থাকলে আগামীতে আরও বেশি জমিতে পাট চাষ করবেন বলে জানিয়ে প্রত্যান্ত অঞ্চলের কৃষকরা।

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার পোড়াদহ ইউনিয়নের হাজরাহাটি এলাকার চাষি আব্দুল্লাহ বলেন, গতবছর আমি দুই বিঘা জমিতে পাটের আবাদ করেছিলাম। ভালো দাম পেয়েছিলাম। ১হাজার ৭০০ থেকে দুই হাজার টাকা মণ পর্যন্ত বিক্রি করেছিলাম। দাম ভালো পাওয়ার কারণে এবং লাভবান হওয়ায় এ বছর আমি চার বিঘা জমিতে পাট চাষ করেছি। পাটের রোগবালাই তেমন একটা নেই। পাটও বেশ ভালো হয়েছে। দাম ভালো পেলে লাভ হবে ভালোই।’

স্থানীয় পাট অধিদপ্তরের দেওয়া তথ্য মতে, লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে প্রায় ২ হাজার ২৭৮ একর জমিতে বেশি পাটের আবাদ হয়েছে। এর মধ্যে কুষ্টিয়া সদরে ৬ হাজার ৭৯২ একর, কুমারখালীতে ১২ হাজার ৩২৫ একর, খোকসায় ১০ হাজার ৬২১ একর, মিরপুরে ১৭ হাজার ৯২ একর, ভেড়ামারায় ৮ হাজার ৭০৬ একর এবং দৌলতপুর উপজেলায় ৪০ হাজার ৯৭৭ একর জমিতে পাট চাষ করা হয়েছে। গত বছর জেলায় পাট চাষের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিলো ৯০ হাজার ৫০০ একর জমি। সে বছর পাটের আবাদ হয়েছিলো ৮৯ হাজার ৫৩৪ একর জমিতে। এ বছর পাটের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়ে ৪ লাখ ২৪ হাজার ৬৫৪ বেল।

পাটের দাম ভালো পাওয়ায় চাষীরা পাট চাষ বেশি করেছেন উল্লেখ করে কুষ্টিয়া জেলা পাট উন্নয়ন কর্মকর্তা মামুন-অর-রশিদ জানান, গত বছর কৃষকরা সর্বশেষ ২৪০০-২৫০০ টাকা পর্যন্ত মণ হিসেবে পাট বিক্রি

করেছেন। যখন পাট ওঠে তখনও ১৭০০-২২০০ টাকা পর্যন্ত দাম পেয়েছেন। তিনি আরও বলেন, আমরা জেলার প্রায় এক হাজার ৮০০ পাট চাষীদের প্রণোদনা প্রকল্পের মাধ্যমে পাট বীজ, রাসায়নিক সার দেয়া হয়েছে। মূলত পাটের দাম ভালো হওয়ায় চাষীরা পাট চাষে বেশি আগ্রহী হয়েছেন।

কুষ্টিয়া জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপ-পরিচালক (শস্য) কৃষিবিদ রঞ্জন কুমার জানান, এ বছর কুষ্টিয়া জেলায় পাটচাষের লক্ষ্যমাত্রা ছিলো ৯৪ হাজার ২৩৫ একর জমি।কিন্ত জেলার ৬টি উপজেলায় চলতি মৌসুমে মোট পাটের আবাদ হয়েছে প্রায় ৯৬ হাজার ৫১৩ একর জমিতে।

আমরা এক ভণ্ড জাতি, তাই এদেশে জ্ঞানী জন্মায় না: রুবেল হোসেন

নতুন করোনাভাইরাস (কভিড-১৯) রোগের টিকা (ভ্যাকসিন) উদ্ভাবনের দাবি করেছে ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান গ্লোব ফার্মাসিউটিক্যালস গ্রুপ অব কোম্পানিজ লিমিটেড’র সহযোগী প্রতিষ্ঠান গ্লোব বায়োটেক লিমিটেড। বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো কোনো প্রতিষ্ঠান এই টিকা উদ্ভাবনের দাবি করল। গত বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রতিষ্ঠানটির প্রধান কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে গ্লোব বায়োটেক লিমিটেডের পক্ষ থেকে এসব তথ্য জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, টিকা উদ্ভাবনে সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন প্রতিষ্ঠানের সিইও ড. কাকন নাগ এবং সিওও ড. নাজনীন সুলতানা। প্রতিষ্ঠানটি গত ৮ মার্চ এই টিকা তৈরির কাজ শুরু করে।

গ্লোব বায়োটেক লিমিটেডের রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টের প্রধান ডা. আসিফ মাহমুদ ভ্যাকসিনটি সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন। কথা বলতে গিয়ে তিনি এক পর্যায়ে আবেগে কান্না ধরে রাখতে পারেননি। দ্রুত মাইক্রোফোন ত্যাগ করে চোখের

জল আড়াল করার চেষ্টা করেন। তার এই কান্না দেখে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন দেশবাসী। এর মাঝেও কিছু পরশ্রীকাতর লোক এই ভ্যাকসিন আবিস্কার নিয়ে বিরূপ মন্তব্য শুরু করেন। তাদের এমন লজ্জাজনক আচরণে ভীষণ চটে গেছেন জাতীয় দলের তারকা পেসার রুবেল হোসেন। শুক্রবার নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেইজে রুবেল লিখেছেন, ‘আসিফ মাহমুদ ভাই যখন বলছিলেন যে আমরা করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিন আবিস্কার করেছি, কথাটি বলতে বলতেই উনার কান্না চলে আসছে! বাংলাদেশের একটি প্রতিষ্ঠান সাহস নিয়ে দাবি তো করতে পারল যে তারা আবিস্কার করছে, সফল হোক ব্যর্থ হোক সেটা পরের বিষয়।’

‘অথচ আমরা একটা অভিনন্দন পর্যন্ত জানালাম না। চীন বা আমেরিকা এই দাবি করলে এই আমরাই আবার অভিনন্দন অভিনন্দন জানিয়ে বাংলার আকাশ বাতাস মাতিয়ে দিতাম, আসলেই আমরা এক ভণ্ড জাতি। বিন্দু পরিমাণ কৃতজ্ঞতাবোধ আমাদের নেই। এই জন্যে এদেশে জ্ঞানী মানুষ জন্মায় না। কারণ জ্ঞানীদের কদর এদেশে নেই।

‘অনেকে হাসাহাসি করছে, ট্রলে মেতে উঠেছে যে বাংলাদেশ থেকে নাকি করোনার ভ্যাকসিন আবিস্কার করবে! চেষ্টা তো করছে তারা, দেখা যাক না কী হয়! একটু অভিনন্দন তো তারাও পেতে পারেন! এরাই দেশের রিয়েল হিরো।’

সত্র- বিডি প্রতিদিন

করোনাভাইরাস পরীক্ষায় ফি আরোপ করা গণবিরোধী সিদ্ধান্ত : রিজভী

অবিলম্বে করোনাভাইরাস টেস্টের ফি বাতিল করে বিনামূল্যে নাগরিকদের টেস্টের ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। তিনি বলেছেন, করোনাভাইরাস পরীক্ষায় কি নির্ধারণ গণবিরোধী সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত বাতিল করে সারাদেশে বিনামূল্যে করোনাভাইরাস টেস্টের

ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাই।

আজ শনিবার নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক ভিডিও কনফারেন্সে তিনি এসব কথা বলেন। রুহুল কবির রিজভী বলেন, বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রী এবং তার দলের নেতা মন্ত্রীরা প্রায়শঃই দাবি করে বলেন, বিশ্বে বাংলাদেশ নাকি রোল মডেল। কীসের জন্য বাংলাদেশ মডেল? স্বীকার করতেই হবে বাংলাদেশ এখন দুর্নীতির জন্য সারা বিশ্বের কাছে মডেল। কারণ এরা যেমন ‘স্বর্ণের মেডেল’ থেকে স্বর্ণ চুরি করে আবার করোনায় বিপর্যস্ত মানুষের জন্য বরাদ্দ করা ত্রাণের চাল চুরি ও নকল মাস্কের ব্যবসা করতেও রোল ‘মডেল’ হয়েছে। এখন মরণঘাতী করোনা মহামারীর ভাইরাস পরীক্ষার ওপর ২০০ টাকা ফি আরোপ করার সিদ্ধান্ত বিস্ময়কর। এমনিতেই অর্থনৈতিক সংকট চরমে। মানুষের ঘরে খাবার নেই। হাসপাতালের দ্বারে দ্বারে ঘুরে অসহায়ভাবে পথে-ঘাটে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। প্রয়োজনের তুলনায় পরীক্ষাও হচ্ছে নামমাত্র। এরমধ্যে এই গণবিরোধী সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো।

তিনি আরও বলেন, মহামারির চিকিৎসা কখনো ব্যক্তিগত উদ্যোগে হয় না। করোনা মহামারীর চিকিৎসার সম্পূর্ণ দায়িত্ব রাষ্ট্রের। বিশ্বের কোথাও সরকারিভাবে কোভিড টেস্টে অর্থ নেয়া হয় না। বিশ্বে সবচেয়ে বেশি কোভিড টেস্টের রেকর্ড দক্ষিণ কোরিয়ার। তারা দিনে ১ লাখের উপর মানুষের কোভিড টেস্টও করেছে। এমনকি এন্টিবডি টেস্টও করেছে। তাদের সমস্ত টেস্টই বিনা মূল্যে করা হচ্ছে। দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে গরীব দেশ আফগানিস্থানে কোভিড টেস্ট বিনামূল্যে করা হচ্ছে। এমনকি বিশ্বের সবচয়ে গরীব দেশ পশ্চিম আফ্রিকার বুরকিনা ফাসো কোভিড টেস্ট বিনামূল্যে করা হয়। আমাদের প্রতিবেশী কোন দেশেই টেস্ট করাতে ফি নেয় না। উপরন্তু প্রায় প্রতিটা দেশের সরকার স্বেচ্ছাসেবীদের ঘরে ঘরে পাঠাচ্ছে নমুনা সংগ্রহে। টেস্ট করাতে জনগণকে উৎসাহিত করতে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আর আমাদের দেশের শাসকগোষ্ঠী এই মহামারিকেও বানিয়েছে মুনাফা অর্জনের উপলক্ষ। এরা কতটা অমানবিক তার নিকৃষ্টতম প্রমাণ এই ফি ধার্য।

রিজভী বলেন, যেখানে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং সব বিশেষজ্ঞ করোনা সংক্রমণ রোধে টেস্ট বৃদ্ধি করাকেই প্রধান অবলম্বন বলছেন, সেখানে টেস্ট করাতে ফি ধার্যের সিদ্ধান্ত কোনোভাবেই মেনে নেয়া যায় না। এতে নিম্ন আয়ের মানুষেরা উপসর্গ থাকার পরও করোনা পরীক্ষা করাতে পারবেন না। তাদের চিহ্নিত করে কোয়ারেন্টাইন বা আইসোলেশন করা যাবে না। এতে সংক্রমণ দ্রুত বাড়তে থাকবে। লাশের মিছিল কেবল দীর্ঘতর হবে। দীর্ঘদিন যাবৎ ব্যবসা-বাণিজ্য, অফিস-

আদালত বন্ধ, মানুষের আয়ের উৎস থেমে গেছে। এমনিতে বেসরকারি হাসপাতালগুলো সরকার নির্ধারিত সাড়ে ৩ হাজার টাকায় কোভিড টেস্ট করছে না। যে যার মতো ৫-৬ হাজার টাকা পর্যন্ত জনগণের পকেট কেটে নিচ্ছে। সরকার তা নিয়ন্ত্রণের কোনো চেষ্টাই করছে না, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সমস্ত মনোযোগ দুর্নীতি আর লুটপাটে।

রিজভী বলেন, একটি হাসপাতালে ডাক্তার-নার্সদের খাবার-দাবারের বিল ২০ কোটি টাকা দেখালেও অভিযুক্ত স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলছেন, কোন দুর্নীতি হয়নি। অথচ প্রধানমন্ত্রী সংসদে দাঁড়িয়ে এই ২০ কোটি টাকার দুর্নীতি নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করলেও কোন ব্যবস্থা নেয়ার কথা এখনও শোনা যায়নি। সরকার চারিদিক থেকেই শুধু স্বল্প আয়ের মানুষেরই পকেটে হাত দিচ্ছে। এমনিতেই করোনার অভিঘাতে আর্থিকভাবে বিপর্যস্ত সাধারণ মানুষ, এর ওপর বিদ্যুৎ, জ্বালানী, গ্যাস ও পানির মূল্য বৃদ্ধিতে তারা দিশেহারা, এর সাথে করোনা টেষ্টের ফি ২০০ টাকা ধার্য করে সরকার এখন ভ্যাম্পায়ারের ন্যায় রক্তচোষার ভূমিকায়।

তিনি বলেন, কোনো নাগরিক যদি টাকার অভাবে করোনাভাইরাস টেস্ট করতে না পেরে নিজ দেহে করোনা ভাইরাস বহন করে বেড়ায় তাহলে একজন নাগরিক শুধু নিজেরই ক্ষতি করছেন না তিনি অন্যের জন্যও ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবেন। এ কারণেই বিষয়টি নাগরিকদের দায়-দায়িত্বের উপর ছেড়ে না দিয়ে বরং এটি রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব, জনস্বার্থে রাষ্ট্র নিজ উদ্যোগে নাগরিকদের বিনামূল্যে করোনা ভাইরাস টেস্ট করানোর সুযোগ সহজ করবে।

বিএনপির এই নেতা আরও বলেন, এই সরকার নিজেরাও পরিস্থিতি সামাল দিতে পারছে না। বিরোধী দল কিংবা বিশেষজ্ঞদের মতামতকেও তোয়াক্কা করছে না। জনগণের দল বিএনপির পক্ষ থেকে আমরা করোনা পেন্ডামিক ইস্যুতে সরকারকে বরাবরই সহযোগিতা করতে চেয়েছি। সঠিক পরামর্শ দেয়ার চেষ্টা করেছি। কিন্তু সরকার সেগুলো কানে নেয়নি।

সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব বলেন, যে কোনো উপায়ে টাকা আয় করে দলীয় নেতাকর্মীদের লুটপাটের সুযোগ এবং বিদেশে পাচার করে দেয়াই যেন এই সরকারের নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষকে গুম-খুন-হত্যা করে, মানুষকে ভয় দেখিয়ে এই সরকার নিজেরাই নিজেদের মেয়াদ বাড়িয়ে সময় পার করছে বটে কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে এই সরকারের অদক্ষতা, অজ্ঞতা, অব্যবস্থাপনার খেসারত নাগরিকদের হয়তো জীবনের বিনিময়ে দিতে হবে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

১৯ জেলায় দমকা হাওয়াসহ বৃষ্টির আভাস

দেশের ১৯ জেলায় দমকা বা ঝড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টির আভাস দিয়েছে আবহাওয়া অধিদফতর। একইসঙ্গে কোথাও কোথাও ভারী বর্ষণও হতে পারে। মৌসুমি বায়ু বাংলাদেশের উপর মোটামুটি সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে দুর্বল থেকে মাঝারি অবস্থায় বিরাজ করছে। তাই সাগরে কোনো ঝড়ের শঙ্কা নেই।

আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, রংপুর, রাজশাহী, দিনাজপুর, পাবনা, বগুড়া, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর, যশোর, কুষ্টিয়া, খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার এবং সিলেট অঞ্চলসমূহের উপর দিয়ে পশ্চিম/উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৪৫-৬০ কিলোমিটার বেগে অস্থায়ীভাবে দমকা/ঝড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। তাই এসব এলাকার নদীবন্দরসমূহকে ১ নম্বর সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

বর্তমানে মৌসুমি বায়ুর অক্ষ পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেমের পূর্বাংশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চল হয়ে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। এর একটি বর্ধিতাংশ উত্তর বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে।

এ অবস্থায় রোববার (৫ জুলাই) নাগাদ রংপুর, ময়মনসিংহ, সিলেট, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের অধিকাংশ জায়গায়, ঢাকা ও খুলনা বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রাজশাহী বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ী দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেইসঙ্গে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে।

এসময় সারা দেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে। তবে ঢাকার তাপমাত্রা ও বাতাসের আদ্রতার পরিমাণ দু’টো বেশি থাকার

কারণে গরম কমছে না। গত ২৪ ঘণ্টা রাজধানীতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে। আর শনিবার সকালে বাতাসের আদ্রতার পরিমাণ ছিল ৮৯ শতাংশ।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

খালেদা জিয়ার সময় কাটছে যেভাবে

দুই বছরের বেশি সময় ধরে কারাবন্দি থাকার পর মানবিক কারণে দণ্ড স্থগিত করে শর্ত সাপেক্ষে ৬ মাসের জন্য মুক্তির তিন মাস পেরিয়েছে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার। গত ২৫ মার্চ থেকে গুলশানের বাসা ফিরোজায় আছেন তিনি।

বিএনপি চেয়ারপারসনের ব্যক্তিগত চিকিৎসক টিমের অন্যতম প্রফেসর ডা. জাহিদ হোসেন বলেন, ‘ওনার স্বাস্থ্যের অবস্থা স্থিতিশীল। উন্নতি হয়নি আবার অবনতিও হয়নি। পূর্ণ সুস্থতার জন্য দীর্ঘ সময় লাগবে। আধুনিক চিকিৎসারও প্রয়োজন হবে। বাসায় থেকে সেটি সম্ভব হচ্ছে না।’ ৭৫ বছর বয়সি খালেদা জিয়া রিউম্যাটয়েড আথ্রাইটিস, ডায়াবেটিস, চোখ ও দাঁতের সমস্যায় ভুগছেন।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, করোনা পরিস্থিতির কারণে বিদেশে চিকিৎসার জন্য যেতে পারছেন না তিনি। তবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে সরকারের কাছে অনুমতি চাইবেন চিকিত্সা নিতে বিদেশে যাওয়ার জন্য। লন্ডনে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

এদিকে করোনার মধ্যে আত্মীয়দের সান্নিধ্যে সময় কাটছে খালেদা জিয়ার। প্রায় প্রতিদিনই বিকেল বা সন্ধ্যায় ফিরোজায় যান বোন সেলিমা ইসলাম, ভাই শামীম এস্কান্দার ও তার স্ত্রী কানিজ ফাতেমা। মাঝেমধ্যে যান ভাতিজা শাফিন এস্কান্দার ও তার স্ত্রী অরনী এস্কান্দার, ভাতিজা অভিক এস্কান্দার ও ভাগ্নে শাহরিয়া হক। এ ছাড়া তার সময় কাটে নামাজ-এবাদত, পত্র-পত্রিকা পড়ে ও টিভি দেখে। খালেদা জিয়া নিয়মিত ফোনে লন্ডনে তার বড় ছেলে তারেক রহমানের সঙ্গে কথা বলেন। কুশল বিনিময় করেন পুত্রবধূ ডা. জোবাইদা রহমান ও নাতনি জাইমা রহমানের সঙ্গে। ছোট ছেলে মরহুম আরাফাত রহমান কোকোর

স্ত্রী ও সন্তানদের সঙ্গেও প্রতিদিন কথা বলেন বেগম জিয়া। প্রয়োজন মতো দলের নেতাদের সঙ্গেও কথা বলছেন।

জানা গেছে, ২৫ সেপ্টেম্বর তার মুক্তির সময়সীমা ৬ মাস শেষ হওয়ার আগেই মেয়াদ বৃদ্ধি এবং দণ্ডাদেশ বাতিলের আবেদন করা হতে পারে।

সূত্র- ইত্তেফাক

দামুড়হুদায় একজন করোনা রোগী এবং তার প্রতিবেশীর প্রশ্নবিদ্ধ আচরণ

দামুড়হুদার জয়রামপুর গ্রামের জনৈক ব্যক্তি করোনা আক্রান্ত হয়ে একদিকে শারিরীক কষ্টের মধ্যে দিন যাপন করছেন অপরদিকে, তার প্রতিবেশীর অমানবিক আচরণে প্রতিনিয়ত অসহায় এবং শংকার মধ্যে রয়েছে তার পুরো পরিবার।

এমনকি আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হলেও তার পুরো পরিবার ঘর হতে বের হতে না পারার কারণে খাদ্য সংকটেরও সম্মুখীন। সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দেয়নি প্রতিবেশীরা।

শুক্রবার ৩ জুলাই উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাদের চাল, ডাল, ডিম, তেলসহ যাবতীয় খাদ্য সহায়তা পৌঁছে দেওয়া হয়।

এসময় দেখা যায় সমাজের দ্বিমুখী চিত্র। যে প্রতিবেশীরা করোনা রোগীকে নিদারুণ ঘৃণা করছে, মানসিক নির্যাতন করছে, সেই মানুষগুলি-ই নিজেরাই মানছে না স্বাস্হ্য বিধি। আজ সেই অমানবিক ব্যক্তিদের বলা হয়েছে করোনা আক্রান্ত পরিবারের সাথে মানবিক আচরণ করতে হবে। অন্যথায়, তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্হা নেওয়া হবে।

আসুন আমরা নিজে সচেতন হই। করোনা আক্রান্ত ব্যক্তিকে সমাজচ্যুত করার চিন্তা না করে তাদের প্রতি মানবিক আচরণ প্রদর্শন করি।

কুষ্টিয়ায় ফুটবল খেলা নিয়ে বিরোধে প্রকাশ্য দিবালোকে প্রতিপক্ষের ছুরিকাঘাতে কিশোর খুন

কুষ্টিয়ায় ফুটবল খেলা নিয়ে বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের ছুরিকাঘাতে তরিকুল ইসলাম (১৭) নামে এক কিশোর খুন হয়েছে। গতকাল শুক্রবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে কুষ্টিয়া শহরের থানা পাড়া পুলিশ ক্লাব সংলগ্ন খেলার মাঠে এ ঘটনা ঘটে। নিহত তরিকুল শহরের চর কুঠিপাড়ার কামু আলীর ছেলে।

পুলিশ ও প্রত্য¶দর্শীরা জানান, স্থানীয় যুবকÑকিশোররা প্রতিদিনের মত বিকেলে ওই মাঠে ফুটবল খেলছিল। এ সময় চর থানা পাড়ার আব্দুস সালামের ছেলে মিনারুল ইসলামের সঙ্গে তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে তরিকুলের কথা কাটাকাটি হয়। এক পর্যায়ে মিনারুল তার পকেটে থাকা ছুড়ি বের করে তরিকুলের শরীরে উপর্যপুরি আঘাত করে পালিয়ে যায়।

এতে তরিকুল মাটিতে লুটিয়ে পড়লে, স্থানীয়রা গুরুতর আহত তরিকুলকে কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে। স্থানীয়দের অনেকেই এ ঘটনাকে স্থানীয় কিশোর গ্যাং এর কাজ বলে মন্তব্য করছেন।

কুষ্টিয়া মডেল থানার ওসি গোলাম মোস্তফা জানান, ঘটনার পর থেকে হত্যাকান্ডের হোতা মিনারুল পলাতক রয়েছে। তাকে গ্রেফতারে অভিযান চলছে।

মেহেরপুর এনটিভি’র বর্ষপূর্তী উপলক্ষে ত্রাণ সামগ্রী ও গাছের চারা বিতরণ

১৭ তম বছর পার করে ১৮ বছরে পা রাখলো বেসরকারি স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল এনটিভি। এনটিভি’র ১৮ বছরে পদার্পণে মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি রেজ আন উল বাসার তাপসের উদ্যোগে দুস্থ্যদের মাঝে ত্রাণ সহায়তা প্রদান ও গাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে।

শুক্রবার দুপুরে এনটিভির মেহেরপুর প্রতিনিধির নিজস্ব বাসভবনের সামনে এ আয়োজন করেন। এলাকার হতদরিদ্র ৫০টি পরিবারের মাঝে খাদ্য সহায়তা ও একটি করে ওষুধি গাছের চারা উপহার দেওয়া হয়।

এনটিভি’র মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি রেজ আন উল বাসার তাপসের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়াম্যান এম এ খালেক।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নিবার্হী কর্মকর্তা আর এম সেলিম শাহনেওয়াজ, পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম।

এসময় মেহেরপুর মেহেরপুর প্রেসক্লাবের উপদেষ্টা সাংবাদিক তুহিন অরণ্য, মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও বিটিভি’র জেলা প্রতিনিধি আলামিন হোসেন, মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাংবাদিক আকতারুজ্জামান, মেহেরপুর প্রেসক্লাবের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক মাজেদুল হক মানিক, গাংনী প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহবুব আলমসহ সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথিসহ সকলে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে এনটিভি’র জেলা প্রতিনিধি রেজ আন উল বাসার তাপসের সাহসি সাংবাদিকতা ও এনটিভির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর শুভ কামনা করেন। সেই সাথে দেশ ও জাতির উন্নয়নে এনটিভি ভুমিকা রাখবে এমন প্রত্যাশা করেন।

১৫ আগস্টেই ভারতে ‘করোনার ভ্যাকসিন’ চালু

আসছে ১৫ আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা দিবসে দেশটিতে তৈরি করোনাভাইরাসের সম্ভাব্য ভ্যাকসিন বাজারজাত করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এ ভ্যাকসিনের নাম দেয়া হয়েছে কোভ্যাক্সিন।

ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিকেল রিসার্চ বা আইসিএমআরের বরাত দিয়ে শুক্রবার ভারতের বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যম জানায়, সাধারণ মানুষের জন্য ১৫ আগস্ট এই ভ্যাকসিন চালু করতে চাইছে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ। এখন ভ্যাকসিনটির ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল শুরু হচ্ছে। এটির সফলতা নিয়ে বিজ্ঞানীরা আশাবাদী।

ভারতের বায়োটেক ইন্টারন্যাশনালের সঙ্গে যৌথভাবে এ ভ্যাকসিন নিয়ে আসছে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ। ১২ টি প্রতিষ্ঠানকে ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের জন্য মনোনীত করা হয়েছে। এ ইনস্টিটিউটগুলোকে আইসিএমআর ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের জন্য প্রস্তুত হতে বলেছে। এই বিষয়টিকে প্রায়োরিটি প্রজেক্ট হিসেবে দেখছে কেন্দ্রীয় সরকার।

এনডিটিভির খবরে বলা হয়েছে, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ চলতি সপ্তাহেই ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল শুরু করে দিতে নির্দেশ দিয়েছে। ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের ওপরেই এই ভ্যাকসিনের সাফল্য নির্ভর করবে। কোনো ইনস্টিটিউট এই বিষয়ে সহযোগিতা না করলে তা গুরুতর অপরাধ হিসেবে দেখা হবে বলেও হুশিয়ারি দেয়া হয়েছে।

ইনস্টিটিউটগুলিকে লেখা চিঠিতে ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের জন্য নির্বাচিত ইনস্টিটিউটগুলিকে নির্দিষ্ট টাইমলাইনের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে এই কাজটি করতে বলা হয়েছে। টিকা বানানোর জন্য সার্স-কভ-২ ভাইরাসের স্ট্রেন সংগ্রহ করা হয়েছিল আইসিএমআর-এর অধীনে থাকা পুণের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ভাইরোলজি থেকে। টিকার ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল শুরুর আগে যা যা করণীয় বিবিআইএল-এর সহযোগিতায় সেই সবই করেছে ও করে চলেছে আইসিএমআর।

এক বিবৃতিতে আইসিএমআর বলেছে, জনস্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে আগামী ১৫ আগস্টের মধ্যে এ ভ্যাকসিন বাজারে আনার পুরোদমে চেষ্টা চালাচ্ছে তারা। এর মধ্যে সবকটি ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল শেষ করতে

হবে। ভারত বায়োটেক চেষ্টা করছে, নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কাজ সম্পূর্ণ করার। যদিও এ প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত সবকটি ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের পরেই চূড়ান্ত ফল জানা যাবে

আইসিএমআরের মহাপরিচালক বলরাম ভার্গব বলেছেন, চলতি মাসের ৭ তারিখের মধ্যে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল সম্পর্কিত সব সরকারি অনুমোদন এ প্রতিষ্ঠানগুলোকে অবশ্যই জোগাড় করে ফেলতে হবে, যাতে ভ্যাকসিনটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাজারে আনা যায়।

যুগান্তর ডেস্ক

বিরাটকে মাত্র ২১ দিন কাছে পেয়েছি, জানালেন আনুশকা শর্মা!

বিয়ের পর প্রথম ৬ মাস বিরাটের সঙ্গে মাত্র ২১ দিন কাটিয়েছি। আমি দিন গুনে রাখতাম। আর তাই যেটুকু সময় যে ক’টা দিন আমাদের দেখা হয়েছে সেই প্রতিটা মুহূর্ত ছিল আমার কাছে খুব দামি। সহজ স্বীকারোক্তি আনুশকা শর্মার।

বিয়ের পর তিনি এবং বিরাট কোহলি দু’জনেই পেশার জন্য খুব ব্যস্ত থাকতেন। দেখা বলতে ভরসা ছিল ভিডিও কল। কিংবা কখনও খুব শর্ট ট্রিপ। বিরাটের যেখানে খেলা থাকত সেখানে হয়তো আনুশকা কোনও রকমে একটা দিন ব্যবস্থা করে দেখা করতেন বা কখনও বিরাট পৌঁছে যেতেন আনুশকা শ্যুটিং স্পটে। কিন্তু এভাবে দু’জনেই হাঁপিয়ে উঠছিলেন।

সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে এমনটাই জানিয়েছেন আনুশকা শর্মা। তিনি আরও জানান, ‘সকলেই ধরে নিতেন আমি যখন বিরাটের সঙ্গে দেখা করতে আসি বা ও যখন আমার সঙ্গে দেখা করতে যায় তা হল ছুটি। কিন্তু কাজের মাঝে ওভাবে ছুটি হয় না। কারণ আমরা টানা কাজ করে যেতাম। আমরা বিয়ের পর প্রথম ছ’মাস একসঙ্গে মোটে ২১ দিন থেকেছি। আমি গুনে দেখেছি। আর তাই যখন আমাদের দেখা হত তখন অন্তত একসঙ্গে লাঞ্চ বা ডিনারটা করবো সেটা তো খুবই স্বাভাবিক। এই প্রতিটা মুহূর্ত আমার কাছে ছিল খুব গুরুত্বপূরর্ণ।

আর তাই লকডাউনে এই প্রথম দু’জনে একসঙ্গে অনেকটা সময় কাটাতে পারলেন। আড্ডা, গল্প খাওয়া ইত্যাদি তো ছিলই। সেই সঙ্গে ক্রিকেট নিয়ে আলোচনা, একসঙ্গে ওয়েব সিরিজ দেখা সবই করেছেন। তাঁদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টই এর প্রমাণ। এমনকি, এই লকডাউনে বিরাটের সঙ্গে ক্রিকেটও খেলেছেন আনুশকা

সেই সাক্ষাৎকারে বিরাট বলেন, আমরা প্রতিদিন একে অপরকে ভালোবাসি। আমাদের সম্পর্কে সবসময় প্রেমই প্রাধান্য পায়, পাচ্ছে এবং প্রেমই আমাদের সম্পর্ককে এমন ভালোবাসায় বেঁধে রেখেছে। আর তাই আমরা অনুভব করি মোটে এই কয়েকবছর নয়। জন্ম জন্মান্তর ধরে আমরা একে অপরকে চিনি আর ভালোবাসি।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন